পাক্ষিক

আহ্‌মদী

দ্বাদশ বর্ষ — প্রথম সংখ্যা

১৫ই মাহে সোলাহ—১৩২০ হিঃ, শঃ] —— [১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪২ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم *
هو الناصر

বিগত নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া সম্মেলনে

আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের উদ্বোধনী বক্তৃতা

(২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ তারিখের প্রদত্ত)

আজ আমরা সকলেই বাহ্যতঃ "আলায়ে কলমাতুল্লাহ" বা খোদার বাণীকে গৌরবান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা আল্লাহতা'লাই উত্তম অবগত আছেন। আমরা হয়-তো নিজেরাও আমাদের হৃদয়ের অবস্থা জানি না; কেহ কেহ হয়তো আবার আপন আপন মানসিক শক্তি ও দুর্ব্বলতা কতকটা অবগতও আছেন। যাহা-হউক, মোটের উপর আজ আমাদের জন্য বড়ই ভয়ের কারণ এই রহিয়াছে যে, যদি আমরা আজ খোদাতা'লা বা তাঁহার দ্বীনের (ধর্ম্মের) উদ্দেশ্যে সমবেত না হইয়া লোককে দেখাইবার জন্য এখানে সমবেত হইয়া থাকি এবং আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব না থাকিয়া থাকে—তবে আমরা খোদা এবং তাঁহার বান্দা উভয়কেই প্রতারণা করিব। তদ্রূপ যদি আমাদের বক্তাগণ লোকের নিকট নিজেদের বাগ্মিতা ও জ্ঞান প্রদর্শনের জন্য সমবেত হইয়া থাকেন এবং শ্রোতাগণও যদি নিজেদের এখ্‌লাছ বা ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য বা ভাল বক্তৃতা শুনিবার মজা লাভ করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়া থাকেন তবে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই এখানে আগমন বৃথা হইবে। যাহাহউক, আমি আপনারা সকলকেই বলিতে চাই যে, যদি আমাদের মধ্যে এইরূপ ত্রুটি হইয়া থাকে তবে এখনো তাহার সংশোধন হইতে পারে। আঁ-হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন—"প্রত্যেক ভাল কাজই 'বিস্‌মিল্লাহ' দ্বারা আরম্ভ করা উচিত।" অর্থাৎ কোন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নিজের 'নিয়ত' (উদ্দেশ্য) ঠিক করিয়া লওয়া উচিত এবং তাহা কেবল আল্লাহ্‌তা'লার উদ্দেশ্যেই করিয়া লওয়া উচিত। তিনি আরো বলিয়াছেন—যদি কেহ কাজের প্রারম্ভে "বিসমিল্লাহ" বলা ভুলিয়া যায় তবে কার্য্যারম্ভের পরও তাহার নিয়ত ঠিক করিয়া লইয়া এই বলা উচিত—"বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখেরাহু" অর্থাৎ আমি এক "বিস্‌মিল্লাহ" তো ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য, অপর "বিসমিল্লাহ" উপস্থিত কাজের জন্য বলিতেছি।

সারকথা, আমাদের প্রভু আমাদের নিয়ত সংশোধন করিবার সুযোগ রাখিয়াছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানুষ নিজ নিয়তকে সংশোধন করিতে পারে; এমন কি, কেহ শয়তানের পিছনে দাঁড়াইয়াও ইচ্ছা করিলে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে।

অতএব সমবেত সকল বন্ধুগণকেই—বক্তাই হওক, আর শ্রোতাই হওক—নিজেদের নিয়ত ঠিক করিয়া খোদাতা'লার সমীপে মস্তক অবনত করতঃ বিগলিত চিত্তে এই দোয়া করিতে উপদেশ দিতেছি—

"হে মোদের প্রভো! আমরা তোমার নামকে দুনিয়াতে গৌরবান্বিত করিতে, তোমার মাহাত্য ও মহিমা জগতে প্রকাশ করিতে, তোমার ধর্ম্মকে জগতে প্রচার করিতে, তোমার সত্যকে অসত্যের উপর বিজয়ী করিতে, তোমার প্রেরিত নবিকুল-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদের (ছাঃ) সত্যতা জগতে প্রকাশ করিতে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-বিধান দুনিয়াতে বিস্তার করিতে, হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) কোরান ও হাদীছের যে-তফ্‌সির বা ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা লোককে বুঝাইতে এবং তৎ-প্রতি লোকের বিশ্বাস ও ভক্তি আনয়ন করিতে এবং লোককে তদনুযায়ী আমল বা কর্ম্ম করাইতে, তোমার ভ্রান্ত বান্দাদিগকে তোমার দ্বারে ফিরাইয়া আনিতে এবং সর্ব্বপ্রথম নিজকে, তৎপর নিজের পরিবার বর্গকে, তৎপর বন্ধু-বান্ধবকে ও তৎপর সমস্ত দুনিয়াবাসীকে—যাহারা কেবল নামের বান্দা—

তোমার প্রকৃত বান্দায় পরিণত করিতে এবং যাহাদের চিত্ত কালিমাময় তাহাদের চিত্তকে উজ্জ্বল করিতে যেন তাহারা পুনরুত্থানের দিবস পবিত্র ও উজ্জ্বল চেহারা নিয়া উঠিতে পারে—এই মহান উদ্দেশ্যই আমরা পূর্ব্বে না হইলেও এখন নিয়তকে সংশোধন করিয়া এখানে সমবেত হইয়াছি। আমরা তোমার ভ্রান্ত বান্দাদিগকে তোমার দরগাহে ফিরাইয়া আনিবার দরুণ তুমি যেন আমাদে প্রতি সন্তুষ্ট হও এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছ বলিয়াই যেন আমরাও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হই।”

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন বলেন যে, বস্তুতঃ এখনো এইরূপে নিয়ত সংশোধন করা যায় এবং নিয়ত সংশোধন করিয়া এই কার্য্যকে অধিকতর ‘মোবারক’ ও ‘মুফিদ’ (কল্যাণ ও আশীষময়) করা যায়।

উপসংহারে হজরত আমীরুল-মোমেনীন উপস্থিত ভ্রাতাগণকে উপযুক্ত ভাবে দোয়া করিতে পুনরায় অনুরোধ করিয়া বলেন, অবশ্য নিজের জন্যও দোয়া করিবেন, কিন্তু ধর্ম্মের প্রচার ও বিজয়ের জন্য অবশ্য অবশ্যই দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতালার অনুগ্রহ বর্ষিত হয় এবং এই নব সম্মেলন আমাদের জন্য নব জ্ঞান, নব আশা, নব কৃতকার্য্যতা ও খোদাতলা'লার নব সন্তোষ আনয়ন করে।

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন সমবেত জন-মণ্ডলী সহ দীর্ঘ দোয়া করিয়া সভার উদ্বোধন করেন।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া কনফারেন্সে

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের দ্বিতীয় বক্তৃতা

বিভিন্ন গুরু বিষয়ে উপদেশ

(২৭ শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ তারিখে প্রদত্ত)

সুরাহ্‌ ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

আমার বক্তব্য বিষয় আরম্ভ করবার পূর্ব্বে আমি পুনরায় এ বিষয়ে বন্ধুগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই যে, সিলসিলার (প্রতিষ্ঠানের) পত্রিকা ও পুস্তিকাদির প্রচার বৃদ্ধি করা তাহাদের এক প্রধান কর্ত্তব্য। তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে যে-বৃক্ষ জল পায় না সে-বৃক্ষ মরিয়া যায়। এযুগে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য পত্রিকাও জলের কাজ করে এবং তাহা নিতান্ত আবশ্যক। এ বিষয়টির প্রতি আমি বহু বার বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় বন্ধুগণ এদিকে যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করিতেছেন না। বরং কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে, পত্রিকায় এক কথাই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রয়োজনীয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হওয়া একান্ত আবশ্যক। পুনরাবৃত্তি যদি অন্যায় হইয়া থাকে, তবে মানুষ পানাহার বার বার করিয়া থাকে কেন? মানুষের দেহের যেমন ক্ষয় হয় এবং সেই ক্ষয় পূরণের জন্য যেমন তাহাদের পুনঃ পুনঃ আহার ও পান করার আবশ্যক হয়, তেমনি মস্তিষ্কেরও ক্ষয় হয় বলিয়া প্রয়োজনীয় বিষয় পুনঃ পুনঃ বলা আবশ্যক হয়। এই সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না হইলে মনের উপর এগুলির প্রভাব কায়েম বা স্থায়ী থাকে না।

সুতরাং পুনরাবৃত্তি করা অন্যায় নহে, বরং প্রয়োজনীয়। ‘আজান’ (নামাজে আহ্বান) দৈনিক পাঁচ বার আবৃত্তি করা হয়। পত্রিকার বিষয় তো কেহ পুনরাবৃত্তি করিলেও মাস বা বৎসর কাল পরে পুনরাবৃত্তি করে, কিন্তু ‘আজান’ তো দৈনিক পাঁচবার আবৃত্তি করিবার আদেশ করা হইয়াছে; তদ্রূপ নামাজও দৈনিক পাঁচবার সম্পাদন করিবার আদেশ করা হইয়াছে; তদ্রূপ “বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম” এবং “আউজুবিল্লাহি মিনাশ্‌ শায়তানির রাজীম” প্রত্যেক নামাজে আবৃত্তি করা হয়। সুরাহ ফাতেহা প্রত্যেক নামাজের রাকাতে (বিশিষ্ট অংশে) আবৃত্তি করা হয়। প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক রেকাতে বক্ষে হাত রাখা হয়, সেজদা ও রুকু করা হয়। দৈনিক পাঁচ বেলার নামাজ রসুল করীমের (ছাঃ) সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ঠিক একই ভাবেই আবৃত্তি করা হইতেছে। যে-সেজদা গতকলা করা হইয়াছিল তাহাই আজও পুনরায় করা হয় যে-নামাজ গতকলা সম্পাদন করা হইয়াছিল তাহাই আজও পুনরায় করা হয় সূর্য্যোদয় ও রাত্র প্রত্যহই হয় এবং কেহ তাহাতে আপত্তি করে না।

অতএব কোন কথা পুনরাবৃত্তি করা দোষের কথা নয় বরং ভাল জিনিষের পুনরাবৃত্তি হওয়া আবশ্যক এবং কল্যাণকর। কোরান করীমে আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন যে, জান্নাতে মোমেনকে সেই জিনিষই পুনরায় ভোগ করিতে দেওয়া হইবে যাহার স্বাদ সে পূর্ব্বেও ভোগ করিয়াছে। সুতরাং কোন জিনিষের পুনরাবৃত্তি হওয়াই দোষের নয়। আমাদের দৈনিন্দন জীবনেও অনেক বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়, সেগুলির পুনরাবৃত্তি না হওয়া আমরা কখনো পছন্দ করি না। অতএব পত্রিকায় একই কথার পুনরাবৃত্তি হয় বলিয়া আপত্তি করা অন্যায়। জমাতের

বন্ধুগণের সিলসিলার পত্রিকা পড়া একান্ত দরকার। আমি তো যথা-সাধ্য পড়িয়া থাকি এবং উপকৃতও হই। কোন প্রবন্ধ আমি এরূপ দেখি নাই যাহা দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও বা কোনটি দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইয়া থাকে তবু অন্ততঃ উহার বর্ণনা-পদ্ধতি ভিন্ন রূপ হয় এবং তদ্দ্বারাও উপকৃত হওয়া যায়। কোন কোন সাধারণ কথাও বহু হিতকর হয়। খোদা চাহে তো আগামী কল্য আমার যে এলমি বা জ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা হইবে তাহাতেও অনেক সাধারণ দৃষ্টান্ত এবং দৈনন্দিন ঘটনার উল্লেখ থাকিবে। কেহ শুনিয়া হয়-তো বলিতে পারে যে, এই সকল দৃষ্টান্ত তো সাধারণতঃই আমাদের সামনে আসিয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে এরূপ বলা ঠিকই হইবে; কিন্তু সে যদি এই সাধারণ দৃষ্টান্তগুলিরই বিন্যাস ও শৃঙ্খলা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তবে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, এইরূপ প্রবন্ধ পূর্ব্বে কাহারো জ্ঞানে আসে নাই এবং ইহা কোরান-করীমেরই বৈশিষ্ট যে, ইহা হইতে সর্ব্বদাই নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। আমি কোরান করীমের উপর খুব গবেষণা করিয়া করিয়া থাকি এবং প্রবন্ধের পারিপাট্য দেখিয়া আমি নিজেই চমৎকৃত হই যে, যে-সকল আয়াত সচরাচর আমাদের সামনে উপস্থিত হইয়া থাকে সেগুলি হইতেই এইরূপ বিস্ময়কর নূতন প্রবন্ধ সৃষ্টি হইল! অতএব একই কথার পুনরাবৃত্তি হয় বলিয়া আপত্তি করা ঠিক নহে।

সুতরাং পত্রিকাদির প্রসারের জন্য বন্ধুগণের বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত এবং অপরকেও এসম্বন্ধে অনুপ্রেরণা দেওয়া উচিত। আমাদের জমাত খোদাতা'লার ফজলে (অনুগ্রহে) বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক সময়ে আমাদের জমাতের আবাল-বৃদ্ধ মিলিয়া তত জনই ছিল যত জন আজ এখানে উপস্থিত। কিন্তু তখনো সিলসিলার পত্রিকার দেড় হাজার বা দুই হাজার গ্রাহক ছিল। কিন্তু এখন 'আলফজল' পত্রিকার গ্রাহক মাত্র বার শত। বেশী না হয়, অন্ততঃ পাঁচ হাজার গ্রাহক এই সময়ে হওয়া উচিত ছিল। মানুষ অনাবশ্যক জিনিষের উপর কত খরচ করিয়া ফেলে! ধনী লোকদের ঘরে এরূপ অনেক জিনিষ রাখা হয় যাহা সাধারনতঃ কোন কাজ আসে না; কেবল এই জন্য এই সকল জিনিষ রাখা হয় যেন কখন কোন মেহমান বা অতিথি আসিলে তাঁহার সামনে এগুলি পেশ করা যায় এবং মেহমান বলিয়া উঠে, "আচ্ছা, খান সাহেব! আপনার নিকট এই জিনিষগুলিও মজুদ আছে!" এতটুকু কথা শুনিয়াই তাহার মন সন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং এই সকল জিনিষের জন্য তাহার যে পঞ্চাশ ষাট টাকা খরচ হইয়াছিল তাহা ওসল হইয়াছে বলিয়া সে মনে করে।

অতএব আক্ষেপের বিষয় এই যে, মানুষ অনাবশ্যক জিনিষের জন্য টাকা খরচ করে, কিন্তু খোদাতা'লার বাণীর জন্য টাকা খরচ করে না এবং বলিয়া দেয় যে, একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়। অথচ পত্রিকা কেবল নিজের জন্যই যে উপকারী তাহা নহে, সন্তান-সন্ততির জন্যও উপকারী। আমি তো এক এক কেতাবের কয়েক কপিই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি; আমার হৃদয়ে এই চিন্তা থাকে যে, খোদাতালার ফজলে আমার সন্তান বেশী, পাছে এরূপ না হয় যে, সকলের জন্য কেতাব সংগ্রহ করা গেল না। আমার নিকট কোন কিতাবের চারি পাঁচ কপি করিয়া আছে। কয়েক দিন হইল আমি 'মুসলিম শরীফ" খরিদ করিতে চাহিয়াছিলাম। যাহার নিকট বলিয়াছিলাম তিনি ভিন্ন ভিন্ন রকমের দুই কপি নিয়া আসেন, যেন তন্মধ্যে হইতে এক খানা বাঁছিয়া লইতে পারি। কিন্তু আমি দুই খানাই রাখিয়া ফেলিলাম যেন সন্তানদের কাজে আসে।

বস্তুতঃ পত্রিকাদি রাখা সন্তান-সন্ততির জন্য হিতকর। এক দিন আসিবে যখন আমরা এই দুনিয়া ছাড়িয়া যাইব। তখন আমাদের সন্তান-সন্ততি এই সকল পত্রিকাদি পাঠ করিয়া ইমান তাজা করিবে। পরে এগুলি তাহাদের পক্ষে সংগ্রহ করা মুস্কিল হইবে। আজকাল পুরাতন "আল্‌ফজল" ও "রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন" সংগ্রহ করা কত কঠিন! অনেক বন্ধু এগুলি পাওয়া যায় না বলিয়া আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছে। অতএব এখন হইতে বন্ধুগণের এ বিষয়ে বিশষ মনোযোগী হওয়া উচিত এবং এই সকল জিনিষ খরিদ করিয়া নিজেও উপকৃত হওয়া উচিত এবং সন্তান-সন্ততির জন্যও তাহা সংরক্ষণ করা উচিত।

সিলসিলার পত্রিকাসমূহের মধ্যে একমাত্র আল্‌ফজলই দৈনিক। যে-খানে কোন ব্যক্তি-বিশেষ তাহা খরিদ করিতে পারেন না সেখানকার সকল আহমদীগণ মিলিয়া তাহা খরিদ করুন। এবৎসর মজলিসে-শুরায়ও এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে, যে-সকল জমাতের লোক-সংখ্যা বিশ জন বা ততোধিক তাহারা অবশ্যই দৈনিক আলফজল খরিদ করিবেন, আর যাহাদের লোকসংখ্যা ২০ হইতে কম তাহারা আল্‌ফজলের খোৎবা নম্বর বা ফারুক ক্রয় করিবেন। 'ফারুক' পত্রিকায় পয়গামী, * আরীয়া ও খৃষ্টান ইত্যাদি মতবাদ সম্বন্ধে ভাল ভাল প্রবন্ধ বাহির হয়। 'নূর' শিখ ও হিন্দুদের জন্য বাহির হয়। আমাদের তবলীগ বা প্রচারে হিন্দুদেরও প্রাপ্য আছে। সুতরাং 'নূর' পত্রিকার পরিধি সীমাবদ্ধ না করিয়া উহাকে তবলীগী বা প্রচার মূলক পত্রিকায় পরিণত করা উচিত। অবশ্য প্রবন্ধ তিক্ত হওয়া উচিত নহে। প্রেম ও ভালবাসার সহিত হিন্দু ও শিখদিগকে ইসলামের সৌন্দর্য্যের দিকে আকৃষ্ট করা উচিত। তাহাদিগকে বুঝান উচিত যে, ইসলাম গ্রহণ করিলে এক পক্ষে যেমন সত্য গ্রহণ করা হইবে, পক্ষান্তরে নিজেদের প্রাচীন মুনী-ঋষিগণের ইচ্ছাও পূর্ণ করা হইবে। তদ্রূপ উর্দ্দূ এবং ইংরাজী রিভিউ-রিলিজিয়নও এখন আগের চেয়ে ভাল হইয়াছে। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এই নহে যে, প্রথম অবস্থার চেয়ে ভাল হইয়াছে। তখন তো হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) প্রবন্ধ ইহাতে থাকিত। তবে মধ্য যুগে ইহাতে যে তন্দ্রার অবস্থা আসিয়াছিল তাহা অপেক্ষা এখন ভাল। 'সানরাইজ' পত্রিকাও খুব ভাল কাজ করিতেছে। ইহা আমেরিকা, ইংলণ্ড, ইত্যাদি যে-সকল স্থানে ইংরাজী ভাষা ছাড়া আমাদের বাণী পৌঁছান যায় না, তথায় খুব ভাল প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আমার

* যে সকল আহমদী হজরত মসিহ-মাওউদের (আঃ) দ্বিতীয় খলিফার হস্তে দীক্ষা গ্রহণ করে নাই। সঃ আঃ

খোৎবা এবং সিলসিলার অন্যান্য তাহরিক বা ঘোষণাদি ইহা দ্বারা সেই সকল দেশের আহমদীদের নিকট পৌঁছান হইতেছে।

উপরুক্ত সব পত্রিকারই গ্রাহক হইবার জন্য আমি বন্ধুগণকে অনুরোধ করিতেছি। বন্ধুগণের বহুল সংখ্যার এগুলির গ্রাহক হওয়া উচিত এবং জীবন ধারণের পক্ষে নিঃশ্বাস যেমন প্রয়োজনীয় এগুলির গ্রাহক হওয়া এবং পাঠ করাকেও ঠিক সেইরূপই প্রয়োজনীয় জ্ঞান করা উচিত। একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আটা যখন দুই টাকা করিয়া মণ বিক্রি হইত তখনো লোক রুটি খাইত, তারপর যখন দর বাড়িয়া টাকায় ষোল সের, দশ সের, আট সের, সাত সের, এমন কি, সাড়ে ছয় সের পর্যান্ত হইয়া গেল, তখনো লোক রুটি খাওয়া ছাড়ে নাই। এখন তো গবর্ণমেণ্ট দর নিদ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। নতুবা দর যদি আরো চড়িয়া টাকায় চারি সের বা তিন সেরও হইয়া যাইত তবু লোক অবশ্যই রুটি খাইত, কেননা, লোক রুটি খাওয়াকে তাহাদের জীবনের জন্য অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ মনে করে। এইরূপে সিলসিলার পত্রিকা ও পুস্তিকাদি ক্রয় করিয়া পাঠ করাকেও তেমনি প্রয়োজনীয় জ্ঞান করা উচিত। আমি আশা করি, এইবার বন্ধুগণ নিশ্চয়ই এই বিষয়ে অধিক মনোযোগী হইবেন। আল্‌ফজল, ফারুক, নুর, সানরাইজ এবং রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন (ইংরাজী ও উর্দ্দু) এই সবগুলিরই গ্রাহক হইবার জন্য আমি বন্ধুগণকে অনুরোধ করিতেছি এবং আশা করি, আমার এইবারকার অনুরোধ বন্ধুগণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন।

উপরুক্ত পত্রিকাগুলি ছাড়া 'ফোরকান' নামে আর একটি মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। ইহা পয়গামীদের বিষোদ্গারের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে বাহির করা হইয়াছে। ইহার গ্রাহক হইবার জন্যও আমি বন্ধুগণকে অনুরোধ করিতেছি। যে-সকল যুবক ইহা প্রকাশ করিতেছেন তাহাদিগকেও আমি একথা জানাইয়া দিতে চাই যে, আমি ইহাকে কোন স্থায়ী পত্রিকারূপে প্রকাশ করিবার অনুমতি দেই নাই; পূর্ব্বে সময় সময় যে-সকল বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশিত হইত ইহাকে তাহারই স্থলবর্ত্তী স্বরূপ মনে করা উচিত। ইহা কোন স্থায়ী পত্রিকা নয় এবং ইহাকে স্থায়ী করিবার কোন আবশ্যকও নাই।

'আজম' শব্দের অন্যায় ব্যবহার

আর একটি পত্রিকা জনৈক বন্ধু আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। এসম্বন্ধেও আমি কিছু বলিতে চাই; কিন্তু বলিতে ভয়ও করি; ভয় এই জন্য করি যে, ইহা এক যুবকের কাজ, পাছে তাহার দেল-সেকনি বা মনে আঘাত না লাগে। কিন্তু না বলিয়া পারিতেছি না। এই পত্রিকাটির নাম হইল—"হামারে নগমে"। ইহাতে ভাল ভাল কবিতা লিখা হইয়াছে এবং তাহাতে সিলসিলার প্রতি উত্তম অনুরাগ প্রকাশ করা হইয়াছে। আমি নিজেও কবিতা পছন্দ করি, কিন্তু ততটুক পর্য্যন্তই যতটুক পর্য্যন্ত ইহা ভাবের সঠিক বিকাশ করে। খোশামুদী মূলক কবিতা আমি পছন্দ করি না, এগুলি আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। মৌলবী আবদুল্লাহ সাহেব বিস্‌মিল পার্সীতে একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি একবার আমার প্রশংসা করিয়া এক কবিতা লিখিয়া আনেন এবং তাহা এই ষ্টেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি যখন আমার প্রশংসা গাহিতে লাগিলেন তখন আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, আমার মধ্যে তো এই সকল গুণ নাই। অবশেষে আমি আর চুপ থাকিতে না পারিয়া মৌলবী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "মৌলবী সাহেব, আপনার মত জ্ঞানী লোকের পক্ষে এরূপ কবিতা লিখিয়া সময় নষ্ট করা শোভা পায় না। আমার এই কথা তাহার নিকট খুব খারাপ বোধ হইল এবং সেই দিন হইতেই তিনি কবিতা বলা এক রকম ছাড়িয়াই দিলেন।

এখন আমি যে-বিষয় বর্ণনা করিতে চাই, তাহাও এই প্রকারেরই একটি বিষয়। এই প্রকারের দোষ আমাদের দেশে ব্যাপক ভাবে পাওয়া যায়। আলফজল পত্রিকায়ও আমি কখন কখন এই দোষ দেখিতে পাইয়াছি। আলোচ্য পত্রিকায় হজরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখা হইয়াছে। তাহাতে হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) প্রশংসা করা হইয়াছে। সেই প্রশংসাগুলি সত্যই, বরং তদপেক্ষাও অধিকতর প্রশংসার বাক্য আমরা তাঁহার সম্বন্ধে ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু এই কবিতার হেডিং দেওয়া হইয়াছে—"নুরউদ্দীন আজম"। 'আজম' শব্দের অর্থ হইয়াছে সকলের চেয়ে বড়। এখন প্রশ্ন এই যে, এই খেতাব বা উপাধি কি আল্লাহতা'লা তাঁহাকে দিয়াছিলেন, না কি হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) দিয়াছিলেন, না পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁহার জন্য এই খেতাব ছিল, না তিনি স্বয়ং কখনো নিজকে 'আজম' বলিয়াছেন? একটুক তো বুঝা উচিত যে, উপাধি কোন উদ্ধতন অস্তিত্ব কর্ত্তৃক দেওয়া হয়। আমাদের জন্য মহৎ অস্তিত্ব হইলেন হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ)। তাঁহার উপরে হইলেন আঁ-হজরত (ছাঃ) এবং তাঁহার উপর হইলেন আল্লাহতালা। কিন্তু তাঁহারা কেহই হজরত খলিফা আওয়ালকে (রাঃ) এই উপাধি দেন নাই। আকবর শাহ খান নজিবাবাদী তাঁহাকে এই উপাধি দিয়াছিল। সে প্রথম মুরতেদ (ধর্ম্মত্যাগী) হইয়া পয়গামী হইয়া গিয়াছিল, তৎপর তাহা হইতেও মুরতেদ হইয়া গয়ের-আহমদী হইয়া মরিয়াছে। একে তো এক মুরতেদের দেওয়া উপাধি ব্যবহার করা এমনি অতি লজ্জার বিষয়, তাহাতে আবার এই আজম শব্দের দ্বারা এরূপ এক ব্যক্তিকে বুঝায় যাঁহার সমতুল্য লোক শত শত বৎসর পূর্ব্বে বা পরে জন্ম গ্রহণ করে নাই—যেমন আলেকজাণ্ডার বা আকবর। এখন এই মর্ম্মে "নুরউদ্দীন আজম" উপাধির অর্থ এই হয় যে, তিনি হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) হইতেও বড় ছিলেন বা ভবিষ্যতে কয়েক শতাব্দীতেও তাঁহার সমতুল্য কেহ হইবেন না। এখন বিচার করিয়া দেখা উচিত, এই কথা সত্য কি-না। এক মুরতেদের দেওয়া এই বাক্য যখন আমি হজরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) সম্বন্ধে কাহারো মুখে শুনি তখন আমার বড়ই দুঃখ হয় যে, বক্তা এতটুকুও খেয়াল করে নাই যে, সে হজরত মসিহ মাওউদেরই (আঃ) জমানার এক ব্যক্তিকে আজম বলিতেছে। এইরূপ ভুল সর্ব্বপ্রথম আল্লামা শিবলি সাহেব করিয়াছিলেন। তিনি হজরত ওমরকে (রাঃ) 'ফারুকে আজম' বলিয়াছিলেন। হজরত ওমর

ফারুক (রাঃ) 'আজম' হওয়া তো দূরের কথা, হজরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্র (ছাঃ) পাদুকা বাহী গোলাম ছিলেন।

আমাদের দেশে এক ভ্রান্ত রীতি চলিয়া আসিয়াছে যে, কেহ যদি চিকিৎসা-পদ্ধতির দুই এক খানা বই পড়িয়া কোন গ্রামে যাইয়া দোকান খুলে তবে নিজকে জমানার এরিষ্টোটল হইতে কম মনে করে না। 'নিলোফার' ও 'বানাফশার' (হেকীমী ঔষধ বিশেষ) একখানা দোকান খুলিয়া নিজকে "যুগের এরিষ্টোটল হেকীম—নাথু খান" লিখিয়া বসে। কেহ যদি দুই জন পাহলোয়ানকে নীচে ফেলিতে পারে তবে সে যুগের রুস্তমের কম উপাধিতে সন্তুষ্ট হয় না। এরূপ করার ফলে বড় বড় লোকদের প্রশংসার জন্য মানুষ এতদপেক্ষাও বড় শব্দের ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। এক জন মূর্খ যদি পাগল হইয়া যায় সেজন্য একজন বিজ্ঞ লোকেরও সঙ্গে সঙ্গে পাগল হওয়া উচিত নহে এবং নিজেদের বুজুর্গ বা বরেণ্য মহাপুরুষদিগকে অপ্রাপ্য উপাধি দিয়া তাঁহাদের অপমান করা উচিত নহে। যাঁহাদের প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা আছে তাঁহাদিগকে মিথ্যা শ্রেষ্ঠতা দেওয়ার কি আবশ্যক? রৌপ্য বা পিত্তলের তাম্রের আবশ্যক আছে, কিন্তু স্বর্ণের তাম্রের আবশ্যক কি?

বস্তুতঃ হজরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) সম্বন্ধে এই উপাধির অপব্যবহার দ্বারা তাঁহাকে অপমান করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা তাঁহার প্রশংসা করা হয় নাই। হজরত মসিহ মাওউদও (আঃ) তাঁহার এরূপ প্রশংসা করেন নাই। হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'শিরা যেমন হৃদয়ের অনুসরণ করে, তেমনি তিনি আমার অনুসরণ করিয়া থাকেন।" ইহা অপেক্ষা বড় প্রশংসা হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) জন্য আর কি হইতে পারে? সুতরাং তাঁহাকে 'আজম' উপাধি দিয়া প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে অপমানিত করা হয়।

"সায়েরে রুহানী বা আধ্যাত্মিক পর্য্যটন"

অতঃপর আমি 'সায়েরে-রুহানী' কেতাব সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। ইহা হইল আমার ১৯৩৮ সনের বাৎসরিক সম্মেলনের বক্তৃতা। ইহার দুই হাজার কপি ছাপান হইয়াছিল; কিন্তু এপর্য্যন্ত মাত্র সাত শত কপি বিক্রি হইয়াছে। অথচ খোদাতা'লার ফজলে আমাদের জমাতের লোক সংখ্যা অনেক। আজকেই এখানে ২৩ হাজার লোকের খাদ্য বিতরণ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল এই যে, বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোককে বাদ দিয়াও অন্ততঃ বার তের হাজার পুরুষ হইবে। কিন্তু এই পুস্তকের মাত্র সাত হাজার কপি বিক্রি হইয়াছে; অথচ ইহা একখানা ছোট পুস্তক। সভায় যে-বক্তৃতা শুনা হয় তাহা দ্বিতীয় বার পাঠ করিলেই তদ্দ্বারা পূর্ণ ফায়দা বা উপকার লাভ করা যায়। তাহা ছাড়া, ইহা সিলসিলার সম্পত্তি। সিলসিলার স্বার্থের দিক লক্ষ্য রাখিয়াও ইহা খরিদ করা উচিত ছিল। বক্তৃতা ছাপান হয় না বলিয়া বন্ধুগণ আপত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু একথা ভাবেন না যে, পূর্ব্বের ছাপান কেতাব যদি বিক্রি না হয় তবে নূতন কেতাব কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়। কেতাব ছাপাইতে সিলসিলার টাকা খরচ হয় এবং কেতাব বিক্রি করিয়া যাহা আয় হয় তাহাও সিলসিলার ট্রেজারীতেই জমা হয়, কিন্তু টাকা খরচ করিয়া বই ছাপাইয়া যদি ইহা বিক্রি না হয় তবে সিলসিলার ক্ষতি হয়। যে-কেতাব ছাপান হয় বন্ধুগণ যদি তাহা তাড়াতাড়ি খরিদ করিয়া নেন তবে আরো কেতাব ছাপান যায়। কিন্তু পূর্ব্বেকার কেতাবই যদি পড়িয়া থাকে তবে নূতন কেতাব কেমন করিয়া ছাপান যাইতে পারে? অতএব যাহারা এই সকল কেতাব ক্রয় করেন না তাহারা প্রকারান্তরে এলেম বা জ্ঞানের প্রচারে প্রতিবন্ধক হন।

১৯৪১ সনে দীক্ষা গ্রহণকারিগণের সংখ্যা

এখন আমি বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণের বিষয় আলোচনা করিব। বয়েত সম্বন্ধে রিপোর্ট এই যে, এ বৎসর ভারতবর্ষে ২৯৫৮ জন লোক আহমদীয়া সিলসিলায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতের বাহিরে ৯৬৭ জন, মোট ৩৯২৫ জন লোক বয়েত করিয়াছেন। এই সংখ্যা বিগত বৎসরের সংখ্যার তুলনায় শতকরা ২৫ বা ৩০ জন বেশী। গুরুদাসপুর জিলায় ১৩৭৭ জন বয়েত করিয়াছেন, গত বৎসর এই জিলায় ১২ শত লোক বয়েত করিয়াছিল। এই জিলা সম্বন্ধে যতটুক আশা করা হইয়াছিল ততটুক না হইলেও গত বৎসর হইতে মোটের উপর বেশী হইয়াছে। এইরূপে সিয়ালকোট জিলায় ২০২, শাহপুর জিলায় ১৪২, গুজরাত জিলায় ২২৬, অমৃতসরে ১০৯, গুজরানওয়ালায় ৫৪, শেখুপুরায় ৪৮, লাইলপুরে ৪৭, জালান্ধরে ৪৬, হুশিয়ারপুরে ৩৯, ঝিলামে ৩২, মুলতান মুজফরগড়ে ২০, মনটগমরিতে ১৯, ফিরোজপুরে ১৭, রাউলপিণ্ডিতে ৯, আম্বালায় ৭, ঝাঙ্গে ৭, লুধিয়ানায় ৫, কর্ণাল রহতকে ৪, মিয়াণ্ওয়ালীতে ২ জন বয়েত করিয়াছেন। অন্যান্য জিলা শূন্যই রহিয়াছে। কিন্তু আমার ধারণা এই যে, এই রিপোর্ট ঠিক নহে। আজই হিসার জিলার এক জন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন, তিনি বলেন যে, তিনি অল্প কয়েক দিন হইল বয়েত করিয়াছিলেন।

প্রদেশ হিসাবে বাংলায় ১১৩ জন, ইউ-পি-তে ১০১, বিহার-উড়িষ্যায় ২১, সীমান্ত প্রদেশে ৪৬, সিন্ধুদেশে ২০, বেলুচিস্তানে ৩, বোম্বাই গুজরাটে ২, ব্রহ্মদেশে ১৫, সিংহলে ৮, জিন্দ ষ্টেটে ৮, কপুরথলা ষ্টেটে ৬, মালিরকোটলায় ২, এবং হায়দারাবাদে ২৮ জন বয়েত করিয়াছেন।

বিদেশের মধ্যে জাভায় ৫২৫, গোল্ডকোষ্ট সিয়েরা লিউনে ৩৭১, আমেরিকায় ১৮, ইংলণ্ডে ২, সুমাত্রায় ২৪, মরিসাসে ২, মালয়ে ৪, মিসরে ৯ এবং প্যালেষ্টাইনে ৮ জন বয়েত করিয়াছেন। পয়গামীগণ তবলীগ করে বলিয়া চীৎকার করে। কিন্তু তাহাদের বাৎসরিক সম্মেলনেও তত লোক যোগ দেয় নাই যত লোক বিদেশে আমাদের সিলায় প্রত্যেক বৎসর যোগদান করেন। যে-সকল

জমাতে কোন নূতন লোক শামেল হয় নাই বা যে-সকল জমাতে বয়েতকারীদের সংখ্যা কম তাহাদের তবলীগে খুব জোর দেওয়া উচিত। এত বড় একটা মহা সম্মেলনে এই সকল জমাতের নাম উল্লেখ হওয়া কম গৌরবের বিষয় নহে। যাঁহারা চেষ্টা করিয়া নূতন আহমদী করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য সহস্র সহস্র লোকের হৃদয়ে দোয়ার প্রেরণা হইয়াছে। অতএব যে-সকল জমাত এবার দোয়া হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন তাহাদের চেষ্টা করা উচিত যেন আগামী বৎসর তাহাদের নামও উল্লেখ হয়।

কোরানের তফসীরের কাজ

অতঃপর আমি তফসীরের কাজ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। এই বৎসর সারা বৎসর ব্যাপিয়া আমার কঠোর অসুস্থ রহিয়াছে। এপ্রিল মাসে আমার ফোড়া হইয়াছিল এবং তাহা এত কঠোর হইয়াছিল যে, আমি কোন কোন দিন রাত্রে ঘুমাইতেই পারি নাই, দিনেও বসিতে পারিতাম না, এক কাত হইয়া শুইয়া থাকিতাম এবং কঠোর বেদনা হইত। সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যাধি থাকে। সেপ্টেম্বরের শেষে যাইয়া অপারেশন করান হয়। অপারেশনের পরও দীর্ঘকাল যাবৎ শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে, এমন কি, জলসার পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি চলাফেরা করিতে পারি নাই। এই অসুস্থার কারণে এ বৎসর তফসিরের কাজ শেষ করা যায় নাই। যাহা হউক, তবু ২৭৫ পৃষ্ঠা তফসির লিখা হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই শত পৃষ্ঠার অধিক ছাপা হইয়াছে। অবশিষ্ট কাজ ইন্‌শা-আল্লাহ জলসার পর হইবে। প্রথম জিলদের শেষ ভাগ ঠিক জলসার নিকটবর্ত্তী সময় সমাপ্ত করা হইয়াছে। তাই কোন কোন বিষয় সংক্ষেপ করিতে হইয়াছে, এমন কি, কোন কোন বিষয়ের প্রতি মাত্র ইসারা করিয়া যাইতে হইয়াছে। এখন যে-বিষয় লিখা যাইতেছে তাহা অতি বিষদ ব্যাখ্যা পূর্ণ। তাই মনে হয় যে, গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়া যাইবে এবং হয় তো প্রথম দশ পারার তফসির দুই জিলদের পরিবর্ত্তে তিন জিলদ করিতে হইবে এবং দ্বিতীয় জিলদকে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, যেন তৃতীয় জিলদ নিজ স্থানে ঠিক থাকিতে পারে। আল্লাহতা'লা তৌফিক (ক্ষমতা) দিন যেন মজলিসে শুরা পর্য্যন্ত প্রথম জিলদ পূর্ণ হইয়া যায়।

তফসির-কবির

'তফসিরে-কবীর' যাহা ছাপান হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে বরং এখন বাহিরের মিশনের জন্য কোন কোন জমাত হইতে তাহার কয়েক কপি খরিদ করিয়া লওয়া হইতেছে। গয়ের-আহমদিগণও ইহার যথেষ্ট কপি খরিদ করিয়াছেন। তিন হাজার কপির মধ্যে পাঁচ শতের অধিক গয়ের-আহমদিগণ খরিদ করিয়াছেন, অবশিষ্ট আড়াই হাজার জমাতের বন্ধুগণ খরিদ করিয়াছেন। আমার দুঃখ হয় যে, জমাত ইহার প্রচারের জন্য যথোচিত চেষ্টা করে নাই। লাহোরে আমাদের দুই শতাধিক কলেজের ছাত্র আছে। কলেজের ছাত্রদের যেরূপ খরচ মিলে এবং তাহারা যে-ভাবে চলে তাহা আমার জানা আছে, কারণ আমারও ছেলে কলেজে পড়ে। তাহারা সামান্য কোরবানী বা ত্যাগ-স্বীকার করিলেই এই তপসির খরিদ করিতে পারিত। অতএব শুধু লাহোর এবং পাঞ্জাবের সকল আহমদী কলেজ ষ্টুডেন্টগণ চেষ্টা করিলে শুধু কলেজের ছাত্রদের মধ্যেই তিন চারি শত কপি বিক্রি হইতে পারিত, আর স্কুলের সিনিয়র ছাত্রদিগকে সামেল করিলে এক হাজার কপি শুধু ছাত্রদের মধ্যেই বিক্রি হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা এদিকে চেষ্টা করে নাই।

যাহারা ইংরাজী বিদ্যা ও পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান শিক্ষা করে তাহাদের জন্য কোরান-করীম শিক্ষা করা একান্তই জরুরী। পাশ্চাত্য খেলো দর্শনের পুস্তকাদি তো বুদ্ধি-নাশক বিষ স্বরূপ এবং তাহার এন্‌টিডোট বা প্রতিকার হইল কোরান। যাহারা কেবল পাশ্চাত্য দর্শনই পড়ে কিন্তু কোরান পড়ে না তাহারা কেবল বিষই পান করে, কিন্তু তাহার এন্‌টিডোটের প্রতি তাকায় না। যে-সকল পিতা নিজ সন্তানদের জন্য বিষের প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন না তাহারাও সাংঘাতিক গাফ্‌লতি করেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, পার্থিব পুস্তকাদির বেলায় মানুষ শত শত টাকা খরচ করিয়া ফেলে, কিন্তু ধর্ম্মের বেলায় বলে, ছয় টাকা দাম খুব বেশী। আমার ছেলে কলেজে পড়ে, আমি জানি কলেজের কোন কোন শ্রেণীতে শত শত টাকার বই লাগে। অতএব পার্থিব বইয়ের জন্য শত শত টাকা খরচ করিয়া যে-ব্যক্তি কোরানের জন্য ছয় টাকা খরচ করিতে চায় না, আমি বলিব, তাহার ঈমান অপূর্ণ। প্রত্যেক আহমদী পিতারই নিজ সন্তানের জন্য তপসীর-কবীর খরিদ করা উচিত। আমি আমার প্রত্যেক মেয়ে ও ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা তফসির-কবীর খরিদ করিয়াছে কি-না, এবং তাহারা সকলে ক্রয় না করা পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। আমি স্বয়ং এই তফসির সর্ব্বপ্রথম খরিদ করিয়াছি এবং লিখকের প্রাপ্য হিসাবে এক কপিও বিনামূল্যে লওয়া আমি পছন্দ করি নাই। কেননা, আমি ইহাতে আমার নিজের কোন প্রাপ্য আছে বলিয়া মনে করি না। কারণ আমাকে জ্ঞানও আল্লাহতালাই দিয়াছেন, সময়ও তিনিই দিয়াছেন এবং তাঁহারই সাহায্যে আমি এই কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছি; অতএব ইহাতে আমার কোন নিজস্ব প্রাপ্য নাই।

মোটকথা প্রত্যেক পিতামাতারই নিজ সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, সে এই তফসির খরিদ করিয়াছে কি-না; আর খরিদ না করিয়া থাকিলে তাহাকে এই বলিয়া ভৎর্সনা করা উচিত ছিল যে, "তুমি বিষ পান কর, অথচ তাহার প্রতিকার চাও না।" আরো দুঃখের বিষয় এই যে, বড় বড় সহরের জমাত-সমূহ এই তফসির খরিদ করার প্রতি অধিক মনোযোগ দেয় নাই। অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন সকল জমাতের ক্রয়ের তালিকা শুনাইয়া বলেন, আমি আশা করি, ভবিষ্যতে জমাত সমূহ এরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন-করিবেন না এবং যে-সকল জমাত এবার মোটেই চেষ্টা করে নাই তাহারা ভবিষ্যতে করিবেন, আর যাহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাহারা ভবিষ্যতে আরো অধিক চেষ্টা করিবেন। যদি ইহার উত্তম প্রচার

হইত তবে শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের সিলসিলার প্রতি অধিকতর আকর্ষণ হইত। স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে, পিতা পুত্রকে, বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভগ্নিকে উপহার দেওয়ার জন্য ইহা উৎকৃষ্ট তোহ্‌ফা (উপহার)। মেয়েদিগকে দেওয়ার জন্যও ইহা উৎকৃষ্ট তোহ্‌ফা। আমাদের জমাত খোদাতালার ফজলে এখন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বৎসরে দুই হাজার বিবাহ হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক বিবাহেই লোক নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী দুই শত, চারি শত, পাঁচ শত, হাজার, দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া থাকে; কাপড় ও অলঙ্কার প্রস্তুত করে। এই তফ্‌সির যদি বিবাহ উপলক্ষে দেওয়া হয় তবে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তোহ্‌ফা বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট জেহেজ হইবে। কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, অলঙ্কার ক্ষয় হইয়া বা হারাইয়া যায়, কিন্তু কোরান-করীমের তফসির এমন এক তোহ্‌ফা বা এমন জেহেজ যাহা চিরকাল কাজে আসিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বন্ধুগণ এদিকে মনোযোগ করেন নাই। যাহাহউক, আশা করি, ভবিষ্যতে বন্ধুগণ এদিকে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

কোরানের তফসিরের ইংরাজী অনুবাদ

এখন আমি কোরানের ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিছু বলিব। খোদাতা'লার ফজলে ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইয়াছে; এখন কেবল তাহা ছাপাইবার প্রশ্ন। এখনই তাহা ছাপাইব কি-না তাহা আমরা চিন্তা করিতেছি। এখন ছাপান মুশ্‌কেল হইয়া পড়িয়াছে। যে-কাগজ আগে পাঁচ টাকা মূল্যে বিক্রি হইত তাহা এখন ২০৲ টাকা মূল্যে বিক্রি হয়। এখন যদি ইংরাজী অনুবাদ ছাপান হয় এবং ইহার গর্ভ মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের তফসিরের দ্বিগুণও হয় তবে যেহেতু তাঁহার তফসিরের মূল্য পঁচিশ টাকা রাখা হইয়াছিল, অতএব আমাদের তফসিরের মূল্য কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ পঞ্চাশ ষাট টাকার কম রাখা যাইবে না এবং এই মূল্য এত অধিক যে, এই মূল্যে খরিদ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ইহা ছাপাইবার জন্য এখন কাহারো পক্ষে ইংলণ্ড যাওয়াও মুশ্‌কেল। আর যদি ভারতবর্ষেই ছাপান হয়, তবে এখানকার ছাপান জিনিষ ইউরোপে বিক্রি হয় না, কেননা এদেশের ছাপা ঐ দেশের তুলনায় অতি হীন হয়। মোটকথা, ইহার অনুবাদের কাজ শেষ হইয়াছে, কেবল ছাপাইবার অসুবিধা। আমার ইচ্ছা আছে এবারকার মজলিসে-শুরায় এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিব—ইহা কি এখনি ছাপান উচিত, না যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।

তফসিরে-কবীরের বিরুদ্ধাচরণ

তফসিরে-কবীরের প্রভাব শিক্ষিত লোকদের উপর ভালই হইয়াছে, অনেক শিক্ষিত লোক ইহা দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। আর সকলের বড় কথা এই যে, ইহা খোদাতা'লার নিকট 'মকবুল' বা গৃহীত হইয়াছে এবং তাহার প্রমাণ এই যে, শত্রুগণ ইহার বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিয়াছে।

হজরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) বলিতেন:—এক বুজুর্গ (সাধু পুরুষ) অতি সাধু উদ্দেশ্যে এক কাজ করিয়াছিলেন এবং তাহা করিতে পারিয়া তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। একদা তিনি হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "বোধ হয় আমার নিয়ত বা উদ্দেশ্যে কোন দোষ ছিল, তাই আমার কাজ খোদাতালার নিকট মকবুল হয় নাই।" তিনি উত্তর করিলেন, "বহু লোক তো আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়াছে, এবং চাঁদাও আসিতেছে; আপনি কেমন করিয়া বলেন যে, আপনার কাজ খোদাতা'লার নিকট মকবুল হয় নাই?" বুজুর্গ বলিলেন, "খোদাতা'লার নিকট পুণ্য কাজের কবুলিয়তের প্রমাণ এই নয় যে, লোক তাহাতে সাহায্য প্রদান করিবে বরং ইহার প্রমাণ এই যে, লোক বিরুদ্ধাচরণ করিবে, এবং আমার কাজের যেহেতু বিরুদ্ধাচরণ হয় নাই, তাই মনে হয় যে ইহা খোদাতা'লার নিকট মকবুল হয় নাই।" মোটের উপর উপরুক্ত কারণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। যাহা-হউক, কিছু দিন পর তিনি পুনরায় আসিয়া দেখা করিলেন। তখন তাঁহার চেহারা প্রফুল্ল ছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পকেট হইতে এক খানা গালিপূর্ণ চিঠি বাহির করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, "খোদাতা'লার কাজের বিরুদ্ধাচরণ শয়তান অবশ্যই করিয়া থাকে।"

তফসিরে-কবীরের বিরুদ্ধেও মৌলবী ছানাউল্লাহ সাহেব এতেরাজ বা আপত্তি করিয়াছেন এবং অত্যন্ত রাগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "জমাতে আহমদীয়ার ইমাম 'তফসির বির্‌রায়' অর্থাৎ নিজ মনোমত তফসির লিখিয়াছেন" এবং তিনি ইহার জাওয়াব লেখার প্রয়োজনীয়তা এত অধিক উপলব্ধি করেন যে, তিনি বলেন, "আমি এই তফসির পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারি না, কেননা, হইতে পারে, ইতিমধ্যে মরিয়াই যাইব, অতএব এখনই ইহার সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশ করিয়া দিতে চাই।" বস্তুতঃ তিনি কয়েটি এতেরাজ বা আপত্তি করিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশও করিয়াছেন। পয়গামীদের পক্ষ হইতেও ইহার বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ হইয়াছে। জনৈক পয়গামী প্রচারক বলিয়াছেন, "আমি আমার আকেবাত বা পরকাল ঠিক করিবার জন্য এই তফসিরের জওয়াব লেখা প্রয়োজনীয় মনে করি"।...ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই তফসির শত্রুদের প্রাণে খুব লাগিয়াছে এবং ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এই কাজ খোদাতা'লা কবুল বা গ্রহণ করিয়াছেন।

মৌলবী মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধাচরণ

দীর্ঘকাল হইল মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের তফসির প্রকাশিত হইয়াছে এবং আমাদের জমাতের বন্ধুগণ তাহা নিজ নিজ প্রয়োজন মত খরিদ করিতেছেন। কয়েকবারই কোন কোন এলাকার আহমদীগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "ইংরাজী তফসিরের মধ্যে কোন্‌টি কিনিব"। আমি তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছি, "আপাততঃ মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের তফসিরই ক্রয় করুন"। কিন্তু মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের অবস্থা এই যে, আমাদের এক জিলদ প্রকাশিত হইতে না

হইতেই তিনি ইহার বিরুদ্ধাচরণে দাঁড়াইয়াছেন এবং এই উত্তেজনা বশেই তিনি লিখিয়াছেন যে, আমি আমার জমাতকে তাঁহার কথা শুনিতে নিষেধ করিয়া থাকি। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই জওয়াব দিয়াছি যে, আমি আমার জমাতের কাহাকেও তাঁহার বা অন্য কাহারো অভিমত শুনিতে কখনো নিষেধ করি না। শেখ মিছরির ফেতনা সৃষ্টির সময়ও আমি এক খোৎবায় বলিয়া ছিলাম যে, কাহাকেও তাহার বিজ্ঞাপনাদি পড়িতে নিষেধ করার আবশ্যক নাই। যে পড়িতে চায়, তাহাকে পড়িতে দাও। আমাদের জমাতের লোকগণ তো শিশু নয় যে, তাহাদিগকে আঙ্গুল ধরাইয়া চালাইতে হইবে। আমাদের জমাতের লোকগণ তাহার অভিমত সম্বন্ধে অজ্ঞও নহে। লাহোরের এক আঠার বৎসরের বালক তাঁহার কথার জওয়াব লিখিতেছে। সে তাঁহার কথা পড়ে বলিয়াই তো জওয়াব লিখে, নতুবা লিখিবে কোথা হইতে। এইরূপে আরো অনেক বন্ধু পড়িয়া থাকেন। তবু মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব বারবার বলিয়া থাকেন যে, আমি আমার জমাতকে তাহার কথা শুনিতে দেই না। আজ এখানে স্ত্রী-পুরুষ প্রায় ত্রিশ হাজার লোক উপস্থিত আছেন। আপনাদের মধ্যে কি কেহ বলিতে পারিবেন যে, আমি প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, স্পষ্ট ভাষায় বা ইসারায় কখনো কাহাকেও পয়গামীদের পুস্তকাদি পড়িতে নিষেধ করিয়াছি? (তখন চতুর্দ্দিক হইতে রব উঠে, কখনো না, কখনো না)। ইহা কত বড় এক মিথ্যা কথা যাহা মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব বলিয়াছেন এবং ইহা মিথ্যা হওয়ার প্রত্যেক ব্যক্তিই সাক্ষী। আমার যে-সকল বক্তৃতা বা খোৎবা প্রকাশিত হয় তাহা হইতে কি এমন কোন কথা বাহির করা যাইবে যাহাতে বুঝা যায় যে, আমি জমাতকে পয়গামীদের পুস্তকাদি পড়িতে নিষেধ করিয়াছি? আমি তো আমার স্ত্রী-পুত্রদিগকেও বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্ম্মের পুস্তকাদি পড়িতে দেই। অতএব আমি কেমন করিয়া তাঁহার পুস্তকাদি পড়িতে নিষেধ করিতে পারি? যাহাদের নিজের নিকট কোন দলীল নাই তাহারাই বিরুদ্ধবাদীদের পুস্তকাদি পড়িতে নিষেধ করিতে পারে। যে-ধর্ম্ম অপরের দলিলে ভয় পায় তাহা কখনো সত্য ধর্ম্ম হইতে পারে না। আমরা তো খোদাতা'লার ফজলে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর শিষ্য এবং এরূপ এক কোনের পাথর (corner stone) যে, যাহারা আমাদের উপর পড়িবে তাহারাও চুরমার হইয়া যাইবে এবং আমরাও যাহাদের উপর পড়িব তাহারাও চুরমার হইয়া যাইবে। আমার তো বিশ্বাস এই যে, আল্লাহতা'লা আমাদিগকে এরূপ ক্ষমতা দিয়াছেন যে, যাহারা আমাদিগকে তাহাদের কথা শুনাইতে আসিবে তাহারাও আমাদের শিকার হইয়া যাইবে, আর যাহাদিগকে আমরা আমাদের কথা শুনাইব তাহারাও আমাদের শিকার হইবে।

বস্তুতঃ আমাদের প্রতি এই দোষারোপ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি কখনো কাহাকেও পয়গামীদের লিটারেচার পড়িতে নিষেধ করি নাই এবং এখন পুনরায় আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এসম্বন্ধে প্রত্যেকেই স্বাধীন, যাহার পড়িবার ইচ্ছা হয় তিনি খুব পড়িতে পারেন, এবং সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলে তাহা গ্রহণও করিতে পারেন, বরং তদবস্থায় গ্রহণ করা তাহার পক্ষে ফরজ (অবশ্য কর্ত্তব্য) হইবে। সত্যই মানুষের নাজাত বা উদ্ধারের উপায়। কেয়ামত বা পুনরুত্থানের দিন আমি কাহারো কাজে আসিব না। ধর্ম্মের ব্যাপারে আমার খাতিরে যদি কেহ সত্য ছাড়িয়া দেয় তবে সে মহা ভুল করে।

অতএব আজ আমি এই বলিয়া দায়িত্ব-মুক্ত হইতেছি যে, যে যেখানে সত্য পায় তাহাই গ্রহণ করুক। আমি যাহা বলি তাহা যদি সত্য না হইয়া থাকে তবে আমার সহিত এখ্‌তেলাফ (মতভেদ) করিয়া হইলেও সকলেরই সত্য গ্রহণ করা ফরজ। সকল লোকও যদি আমা হইতে পৃথক হইয়া যায় তজ্জন্য আমি পরওয়া করি না। হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) ওফাত বা অন্তর্ধানের সময় কেহ ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ রহিল বলিয়া মত প্রকাশ করিলে আমি হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) লাশ বা শবের শিয়রে দাঁড়াইয়া খোদাতা'লার সঙ্গে এই ওয়াদা করিয়াছিলাম যে, হে খোদা! যদি সমস্ত জমাতও আহমদীয়ত ছাড়িয়া দেয় তবু আমি একা দুনিয়াতে ইহার প্রচার করিব এবং এই কাজ কখনো ছাড়িব না। আমি মানুষের কোন পরওয়া করি না। আমি যখন খলিফা হইয়াছিলাম এবং এই পয়গামীগণ যখন কাদিয়ান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তখন জমাতের ট্রেজারীতে মাত্র আঠার টাকা ছিল এবং হাজার হাজার টাকা কর্জ্জ ছিল। একখানা বিজ্ঞাপন ছাপাইবারও ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আজ খোদাতালার ফজলে সেই অবস্থাই হইয়াছে যাহা হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এক কবিতায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। যথা—"এক সময় ছিল যখন আমি দস্তর-খানার উচ্ছিষ্ট রুটির টুকরার উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম, কিন্তু আজ খোদাতা'লা বহু পরিবার আমা দ্বারা পালিতেছেন।"

আজ খোদাতা'লার ফজলে আমাদের অবস্থাও তাহাই। এক সময় ছিল এক খানা বিজ্ঞাপন ছাপাইবারও পয়সা ছিল না, আর খোদাতা'লার ফজলে আজ শত শত পরিবারের ভরণ-পোষণ হইতেছে। প্রত্যেক সময়ই খোদাতা'লা আমার সাহায্য করিয়াছেন এবং আমাকে এরূপ লোক দিয়াছেন যাহাদের তুলনা বিরল। অতএব আমি কেমন করিয়া মনে করিতে পারি যে, আমার জমাতের লোকগণ কর্তৃক মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করা আমার পক্ষে ভয়ের কারণ হইতে পারে? আমি জানি না, কাহারো পিতৃ-পুরুষ তাঁহার হাতে বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে কি-না। কিন্তু আমার মাতা, নানা, নানী, বড় ভাই, মামু, ওস্তাদ, সকলই আমার হাতে বয়েত করিয়াছেন। আমি যখন স্কুলে পড়িতাম তখন আমার লেখা-পড়ার অবস্থা দেখিয়া ছাত্র শিক্ষক সবই আমাকে নিয়া হাস্য করিত। কিন্তু আজ আল্লাহতা'লা এদের সকলকেই আমার বয়েতে দাখিল করিয়াছেন। এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, যাহার উপর খোদাতালার এত আশীষ, তিনি কি কখনো কোন মানুষকে ভয় করিতে পারেন? পয়গামীগণ বলিয়া থাকে যে, মানুষ রউব বা প্রভাবে পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু তাহারা একথা

চিন্তা করে না—কে প্রভাবে আসিল এবং কাহার প্রভাবে আসিল? মাতা, নানা, নানী, মামু, শ্বশুর ও ওস্তাদ সবই কি প্রভাবে আসিয়া পড়িলেন? মাতা কি ভয় করিতেন যে, পুত্রের নিকট বয়েত না করিলে পুত্র কোন ক্ষতি সাধন করিবে? নানা-নানী কি নিজ দৌহিত্রকে ভয় করিতেন, শিক্ষক কি নিজ ছাত্রকে ভয় করিতেন? অতএব চিন্তা করা উচিত যে, এই সকল লোক কেমন করিয়া আমার বয়েতে আসিলেন এবং আমাকে ভয় করিবার তাঁহাদের কারণ কি ছিল।

আমি মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছি। তিনি একবার লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রবন্ধ আমি আল্‌ফজলে প্রকাশ করিলে তিনি আমার প্রবন্ধ পয়গাম-ছুলেহ-তে প্রকাশ করিয়া দিবেন। তদনুসারে আমি তাহার প্রবন্ধ আল্‌ফজলে প্রকাশ করিয়াছি। আমি তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে আমাদের বাৎসরিক সম্মেলন ছাড়া অন্য সময় এখানে আসিয়া বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছি এবং আরো জানাইয়াছি যে, আমি স্থানীয় বন্ধুগণকে সমবেত করিয়া দিব এবং বাহিরেও ঘোষণা করিয়া দিব যেন যাহারা পারেন তাহারা আসেন। কিন্তু মৌলবী সাহেব জিদ করিয়া বসিলেন যে, বাৎসরিক সম্মেলনেই তাহাকে বক্তৃতা করিতে দিতে হইবে।

দীর্ঘ প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে অসুবিধা হইবে বলিয়া আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, আমাদের উভয়ের প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত করা হওক এবং আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে, যাহা খরচ হয় তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ আমি দিব। কিন্তু এই প্রস্তাবও তিনি গ্রহণ করিলেন না, বলিয়া দিলেন যে, দীর্ঘ প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করা যায় না; অথচ আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবারও ছিল। তিনি আরো ওজর করিয়া বসিলেন যে, প্রবন্ধের শব্দের সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হওক; কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে, যদি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ দ্বারা সত্যের প্রকাশ না হয় তবে তাহাতে লাভ কি। আমাদের উদ্দেশ্য তো হইল সত্য প্রকাশ করা। তিনিও যত পৃষ্ঠা ইচ্ছা লিখুন এবং আমিও যত পৃষ্ঠা আবশ্যক মনে করি লিখিব। ইহাতে তাঁহার ভয় করিবার কি আছে। আমার প্রবন্ধ যদি অধিক দীর্ঘ হয় তবে পরিশ্রম এবং খরচ তো আমারই বাড়িবে, কারণ আমাকে দুই তৃতীয়াংশ বহন করিতে হইবে।

তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আমি তাঁহাকে কাদিয়ান আসিয়া বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি জিদ করিয়া বসিলেন যে জলসার সময় তাহাকে বক্তৃতা করিবার সুযোগ দেওয়া হওক। অথচ জলসার সময় যে-সকল লোক এখানে আসেন তাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য এখানে এত খরচ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আসেন না। যাহা হওক, তবু আমি তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, তিনি যদি জলসায়ই বক্তৃতা করিতে চাহেন তবে আমি তাঁহার খাতিরে জলসা দুই দিন বাড়াইয়া দিব, তবে এই দুই দিনের খরচ তাঁহাকে বহন করিতে হইবে। কিন্তু তিনি তাহাও স্বীকার করিলেন না।

মোট কথা, আমি তাঁহার সহিত যথা-সম্ভব ইনছাফের সহিত ব্যবহার করিয়াছি, এবং এবিষয়টি আরো পরিষ্কার করিবার জন্য আজ আমি ইহা জমাতের সামনে পেশ করিতেছি। আপনারা যদি জলসার সময় তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে চাহেন তবে বলুন, আমি আগামী কল্য (অর্থাৎ জলসার তৃতীয় দিবস) তাঁহাকে দিতে পারি এবং এখনি টেলিগ্রাম দিয়া তাঁহাকে আনাইয়া নেই। (ইহাতে উপস্থিত সকল লোক একমত হইয়া বলিলেন, আমরা তাঁহার কোন বক্তৃতা শুনিতে চাই না)। জমাতই যদি শুনতে না চায় তবে তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার সুযোগ দিবার এবং এইরূপে বন্ধুগণের বৎসরে তিন দিন কাদিয়ানে থাকিয়া আমার ও ওলামাগণের বক্তৃতা শুনিবার যে-সুযোগ লাভ হয় তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার আমাদের এমন কি ঠেকা আছে?

মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব তো আমাদের নিকট এই দাবী করে যে, তাঁহাকে আমাদের বাৎসরিক সম্মেলনে বক্তৃতা করিবার সুযোগ দেওয়া হইক; কিন্তু তাহার নিজের আত্মার প্রসারতা এই যে, 'আল্‌ফজল' পত্রিকায় যখন তাহার প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল তখন আমি সেই আল্‌ফজলের এক কপি প্রিয় খলিল আহমদ নাছের বি-এ এবং অন্য এক জন যুবক মারফত তাহার ছেলের নিটক পাঠাইয়া দেই এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিয়া দেই যে, আমার ধারণা এই যে, সে ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে। এখন দেখুন তাহার সন্তানের অবস্থা তো এই যে, এক কপি পত্রিকা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল, পক্ষান্তরে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন যে, আমি আমার জমাতকে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে দেই না।

মৌলবী সাহেবের আর একটি 'বদ্-আখলাকী' (দুর্নীতি-মূলক ব্যবহার) এই য, তিনি লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার বক্তব্য কাদিয়ান জমাতকে শুনাইতে চাহেন না, কাদিয়ানের বাহিরের লোকদিগকে শুনাইতে চাহেন, কারণ কাদিয়ানবাসী আমার জমাত (অনুসরণকারী) নয়, তাহারা তো আমার কর্ম্মচারী এবং তাহাদের জীবিকা আমার সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং জমাত বলিতে এরূপ লোক বুঝায় যাহারা এই সিলসিলা বা প্রতিষ্ঠানকে কায়েম বা স্থায়ী রাখিয়াছে এবং বাহির হইতে যাহারা বাৎসরিক সম্মেলনে যোগদান করে তাহারাই প্রকৃত জমাত। মৌলবী সাহেবের এই চলাকি রসুল করিমের (ছাঃ) যুগের সেই মোনাফেক বা কপটাচারী লোকদের চালাকিরই তুল্য যাহারা 'মোহাজের' এবং আন্‌ছারদের * মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল। মৌলবী সাহেব মনে করিয়াছেন, আমাদের জমাতের লোকগণ বেকুফ এবং তাহার মুখে কাদিয়ানবাসীর নিন্দা শুনিয়া আমাদের জমাতের বাহিরের লোকগণ খুসী হইবে এবং মনে করিবে যে, মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব তাহাদের প্রশংসা করিয়াছে। কিন্তু মৌলবী সাহেবের জানিয়া রাখা

* যাহারা মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা 'মোহাজের' নামে পরিচিত, আর মদিনায় যাঁহারা মোহাজেরদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন তাঁহারা 'আনছার' নামে পরিচিত।

উচিত যে, আমাদের জমাত খোদাতা'লার ফজলে তাহার ধোকায় পড়িবে না এবং আমাদের জমাতের লোকগণ মৌলবী সাহেবকে খুব ভাল করিয়াই চিনে। যাহাহউক শ্রোতবর্গ একবার চিন্তা করিয়া দেখুন মৌলবী সাহেবের উক্তি রসুল করীমের (ছাঃ) যুগের মোনাফেকদের উক্তির সঙ্গে কেমন করিয়া মিলে! মোনাফেক আবদুল্লা বিন আবি বিন সলুলের উক্তি কোরান শরীফে উল্লেখ হইয়াছে। যথা—

—لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا

অর্থাৎ, "হে আন্‌ছারগণ! তোমরাই প্রকৃত জমাত, তোমরাই সকল কাজ চালাইতেছ, তোমরা মোহাজেরীনদের জন্য খরচ করা বন্ধ করিয়া দাও, দেখিবে, তাহারা কেমন পলাইয়া যায়; তাহারা তো প্রকৃত জমাত নহে, তাহারা কেবল রুটি ভক্ষণকারী লোক।" মৌলবী সাহেবের উক্তিও অবিকল এইরূপই।

মৌলবী সাহেবর এই উক্তি প্রকাশিত হইলে এখানকার লোকগণ তাহার প্রতিবাদ কল্পে মিটিং করিবার জন্য আমার নিকট অনুমতি চাহে। কিন্তু আমি তাহাতে নিষেধ করিয়া বলি, "এই আক্রমণ তোমাদের উপরই হইয়াছে, তোমাদের পক্ষে ইহার জওয়াব দেওয়া আত্ম-মর্য্যাদার বিরোধী। রসুল করীম (ছাঃ) বলিয়াছেন, মোমেনগণ পরস্পর ভাই ভাই, একের উপর আক্রমণ হইলে অপরেরও কষ্ট হয়। অতএব বাহিরের লোকদের পক্ষে নিজেদের এখলাছ বা আন্তরিকতার পরিচয় স্বরূপ ইহার জওয়াব দেওয়া উচিত এবং তোমাদের চুপ থাকা উচিত। অবশ্য বাহিরের লোকদের উপর যখন আক্রমণ হয় তখন তোমাদের জওয়াব দেওয়া উচিত।" মিছরি পার্টি আমার প্রতি দোষারোপ করিয়াছিল, কেহ কেহ আমাকে তাহার সবিস্তার জওয়াব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু আমি তাহাদিগকে জানাইয়া দেই যে, ইহা আমার আত্মমর্য্যাদার বিরোধী যে, আমি নিজেই ইহার জওয়াব দিব। কোন কোন বিষয় এমন আছে যাহার জওয়াব আমার অনুসরণকারীদের দেওয়া উচিত, আমার দেওয়া উচিত নহে। তদ্রুপ এই ব্যাপারেও আমি কাদিয়ানবাসীদিগকে স্বয়ং জওয়াব দিতে নিষেধ করি এবং ফলে বাহিরের কতিপয় জমাত ইহার জওয়াব দিয়াছে এবং রিজলিউসন পাস করিয়া কাদিয়ানের জমাতের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছে। অতঃপর হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) কয়েকটি জমাতের রিজলিউসন পাঠ করিয়া শুনান। ক্রমশঃ

—বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান—

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ—ভারতের সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম-এ এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন), এম্-সি-এস্ (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

মৃতসঞ্জীবনী (রেজিষ্টার্ড)—প্রসূতিকে সেবন করাইতেই হইবে। জ্বর, সূতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাল্পতা, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি অবস্থায় সর্ব্বদা প্রযোজ্য। মূল্য বড় বোতল ৪॥০, মধ্যম ২॥০ ও ছোট ১॥০ টাকা মাত্র।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)—নিত্যপ্রয়োজনীয় ও সর্ব্বরোগ নাশক। তোলা ৪৲।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাস—সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক ও অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ। সের ৩৲ টাকা।

শুক্রসঞ্জীবন (রেজিষ্টার্ড)—ইহা সেবনে ধাতু দৌর্ব্বল্য, রক্ত হীনতা, স্বপ্নদোষ প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ণ। সের ১৬৲ টাকা।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক, প্রভৃতি জরায়ু দোষ ও যাবতীয় দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ৭ মাত্রা ২৲ ৫০, মাত্রা ৫৲

মাসিক

"রিভিউ-অব-রিলিজিয়নস্" (ইংরেজী)

জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের সমালোচনা ও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্বন্ধে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি ইহাতে আছে।

বাৎসরিক মূল্য ৪৲ ছাত্রদের জন্য ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া, ৪নং বক্সিবাজার রোড ঢাকা।

জগৎ আমাদের

সুদূর প্রাচ্যে আহমদী ও তাহাদের জন্য দোয়ার প্রয়োজনীয়তা

জাপান যুদ্ধে যোগদান করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ এবং উপদ্বীপ সমূহে অতর্কিত আক্রমণ চালানের ফলে আমাদের জন্য কয়েক কারণেই চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। একে তো যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে, বরং ভারতে প্রবেশ করিয়াছেই বলা চলে, কারণ এখন ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ চলিতেছে এবং কিছুকাল পূর্ব্বেই এই এই দেশ ভারতের অন্তর্গত ছিল। দ্বিতীয়তঃ যে-সকল দ্বীপ ও এলাকায় জাপানের প্রচণ্ড আক্রমণ চলিয়াছে সেই সকল স্থানে খোদাতা'লার ফজলে যথেষ্ট আহমদী রহিয়াছে। কতক লোক তো গবর্ণমেণ্টকে সামরিক সাহায্য করিবার জন্য সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে সেখানে গিয়াছেন। তা'ছাড়া সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যেও খোদাতালার ফজলে যথেষ্ট নিষ্ঠাবান আহমদী রহিয়াছেন। যথা—জাভা, সুমাত্রা, বর্ণিও, সেলিবিস, সিঙ্গাপুর, মালয় ও বর্মাতে বহু আহমদী আছেন। জাভা দ্বীপে তো বর্ত্তমানে সদর আঞ্জোমনের ছয় জন মোবাল্লেগই (প্রচারক) রহিয়াছেন। তন্মধ্যে চারি জন কাদিয়ান হইতে প্রেরিত হইয়াছেন এবং দুই জন সেখানকার অধিবাসী। এইরূপে তথায় ছয়টি প্রচার-কেন্দ্র আছে এবং প্রত্যেক আহমদী জমাতে 'লজ্‌না আমাউল্লাহ' বা মহিলা-সমিতি আছে। কয়েক স্থানেই আহমদীদের পরিচালিত স্কুলও আছে। আহমদীদের নিজেদের কয়েকটি মসজিদও আছে। সুমাত্রাতেও কাদিয়ান হইতে প্রেরিত এক জন মিশনারী ইন্‌চার্জ আছেন। তা' ছাড়া সেখানকার কয়েক জন যুবক কাদিয়ান হইতে ধর্ম্মীয় শিক্ষা লাভ করিয়া সেখানে যাইয়া তবলীগ কার্যে করিতেছেন। সেখান হইতে "ইসলাম" নামীয় একখানা মাসিক পত্রিকাও বাহির হয়।

এইরূপে সেলিবিসেও আহমদী আছেন। অল্প দিন হইল সেলিবিসের এক জন আহমদী যুবক কয়েক বৎসর কাদিয়ান থাকিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা করতঃ নিজ দেশে যাইয়া তবলীগ আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশেও প্রবাসী ভারতবাসী ছাড়া সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যেও অনেক আহমদী আছেন। মালয় ও সিঙ্গাপুরের অধিকাংশ আহমদীই এরূপ যাঁহারা ভারত হইতে সামরিক সেবাকার্য্য সাধনের জন্য তথায় গিয়াছেন।

আজকাল উপরুক্ত এলাকা সমূহে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা খুব বেশী। জাপান তাহার সমস্ত নৌ, বৈমানিক ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ চালাইতেছে এবং সেই সকল স্থান অধিকার করিয়া ভারতের দিকে ধাবিত হইবার চেষ্টায় আছে। সুতরাং সেখানকার অধিবাসীগণের অবস্থা এখন বড়ই বিপজ্জনক। অতএব বন্ধুগণের নিকট আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই যে, আপনারা সকলে সেই যুদ্ধ-এলাকার আহমদী ভ্রাতাগণকে সর্ব্বদা দোয়ায় স্মরণ রাখিবেন এবং তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য প্রত্যহ প্রত্যেক নামাজে দোয়া করিতে থাকিবেন।

ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও তারুয়া আহমদীয়া কনফারেন্স

আগামী ২৮ শে তবলীগ (ফেব্রুয়ারী) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জোমনে আহমদীয়ার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন এবং ১লা ও ২রা আমান (মার্চ্চ) তারুয়া আঞ্জোমনে আহমদীয়ার দশম বার্ষিক অধিবেশন হওয়া স্থির হইয়াছে। উক্ত কন্‌ফারেন্স দ্বয়ে বিভিন্ন স্থান হইতে খ্যাত-নামা আলেম ও বিশিষ্ট বক্তাগণ আখেরে জমানা বা শেষ যুগের লক্ষণ, ইমাম মাহদী বা কল্কি অবতারের আবির্ভাব ও ধ্বংসোন্মুখ মানব সমাজের রক্ষার উপায় ইত্যাদি গুরু বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

সালানা জলসা বা বিশ্ব আহমদীয়া কন্‌ফারেন্সের চাঁদা

কাদিয়ানের সালানা জলসার চাঁদাকে ১৯৩৮ সনের মজলিসে-শুরা বা পরামর্শ সভায় লাজেমী বা অবশ্য দেয় চাঁদা রূপে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই চাঁদাও মাসিক চাঁদার ন্যায়ই আদায় করা উচিত। এবৎসরের সালানা জলসার চাঁদার বজেট ২৫০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল তন্মধ্যে মাত্র ২০১৩০৲ টাকা ওসল হইয়াছে। অথচ প্রকৃত খরচ তাহা হইতে অনেক বেশী হইয়াছে এবং বিল আদায় করিবার জন্য এখন টাকার অত্যন্ত আবশ্যক। অতএব বন্ধুগণ নিজ নিজ চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

মজলিসে শুরার সিদ্ধান্তের পরও অনেক বন্ধু সালানা জলসার চাঁদা রীতিমত আদায় করিতেছেন না বা করিলেও নির্দ্ধারিত হার অনুযায়ী করিতেছেন না দেখিয়া নাজের বয়তুলমাল সকল জমাত হইতে এক লিষ্ট চাহিয়াছেন। লিষ্টিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিতে হইবে। যথা—

১। প্রত্যেক মেম্বরের নাম ও ঠিকানা, ২। মাসিক আয়, ৩। এক মাসের আয়ের উপর শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে সালানা জলসার চাঁদা, ৪। কত টাকা আদায় হইয়াছে; ৫। কত বাকী আছে।

এই লিষ্ট হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) খেদমতে পেশ করা হইবে। এইরূপ লিষ্ট ২৫শে ফেব্রুয়ারী মধ্যে কাদিয়ান পৌঁছা চাই। অতএব সকল প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, অতি সত্বর এইরূপ লিষ্ট প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবেন। জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

তালীম-তরবীয়তের রিপোর্ট

সম্প্রতি কাদিয়ানের নাজের তালীম তরবীয়ত প্রত্যেক আঞ্জোমনের তালীম-তরবীয়তের রিপোর্ট চাহিয়া এক তাকিদ চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, প্রত্যেক মাসের রিপোর্ট তৎপরবর্ত্তী

THE FORTNIGHTLY AHMADI

Dated 15th Jan. 1942 বার্ষিক চাঁদা—৩৲ প্রতি সংখ্যা—৵৹ Regd. No. C.—1356

মাসের দশ তারিখ মধ্যে জরুর নাজের-তালীম-তরবীয়তের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং উক্ত তারিখ মধ্যে যদি কোন আঞ্জোমনের রিপোর্ট না পৌছে তবে উক্ত আঞ্জোমনের নাম আল্ ফজল পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে এবং উহার গ্র্যান্ট বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার নিকট বিষয় পেশ করা হইবে। অতএব প্রত্যেক আঞ্জোমনের আমীর প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণের নিকট অনুরোধ এই যে, নিজ নিজ আঞ্জোমনের প্রত্যেক মাসের তালীম-তরবীয়তের রিপোর্ট তৎপরবর্ত্তী মাসের ৫ তারিখ মধ্যে প্রাদেশিক আঞ্জোমন আফিসে পাঠাইয়া দিবেন যেন উক্ত রিপোর্ট দশ তারিখ মধ্যে কাদিয়ান নাজের তালীম-তরবীয়তের নিকট পাঠান যায়। আশা করি, প্রত্যেক জমাতের কর্ম্মকর্ত্তাগণই এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন এবং উক্ত তারিখ মধ্যে রিপোর্ট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আল্লাহতা'লা আপনাদের সহায় হওন— আমীন।

কাশ্মির ফাণ্ড

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, আজ প্রায় দশ বৎসর হইল আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) কাশ্মিরের মোসলমানদের সাহায্যার্থ আহ্ মদীয়া জমাতের উপর টাকা প্রতি এক পাই হারে এক চাঁদা ধার্য্য করিয়াছেন। হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, কাশ্মিরের মোসলমানদের উন্নতি-বিধানের কাজ শেষ হয় নাই, ইহা এখনো জারি আছে এবং তজ্জন্য পূর্ব্বের মতই টাকারও আবশ্যক। অতএব জমাতের বন্ধুগণ যেন সর্ব্বদাই টাকা প্রতি এক পাই হারে এই চাঁদা জারি রাখেন। সম্প্রতি কাশ্মির-ফাণ্ডের ফাইনেনসিয়েল সেক্রেটারীর তরফ হইতে এই চাঁদার জন্য তাকিদ আসিয়াছে এবং প্রত্যেকেই যেন উপরুক্ত হারে রীতিমত এই চাঁদা আদায় করেন তজ্জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। সেমতে বাংলার সকল জমাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহাবানে ও মেম্বরগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন এবং এখন হইতে অধিক তৎপরতার সহিত এই চাঁদা আদায় করিয়া প্রাদেশিক আফিসে পাঠাইবেন। আল্লাহতা'লা আপনাদের সহায় হওন! আমীন!

খাকছার

জেনারেল সেক্রেটারী বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

অনারারী মোবাল্লেগ নিয়োগ

এতদ্বারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার সমুদয় মেম্বর ও অধীনস্থ আঞ্জোমন সমূহের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত প্রেমারচর নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ তালেব হুসেন সাহেব এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার অন্তর্গত তারুয়া নিবাসী মৌলবী আহমদ আলী সাহেব বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর মহোদয় কর্ত্তৃক উক্ত প্রাদেশিক আঞ্জোমনের অনারারী মোবাল্লেগ নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা কোন বেতন পাইবেন না, তবে ছফর খরচ পাইবেন এবং প্রাদেশিক আমীর মহোদয়ের ও জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবের আদেশ অনুসারে প্রচার কার্য্য করিবেন এবং নিজ নিজ কার্য্যের রিপোর্ট প্রাদেশিক আমীর মহোদয়ের নিকট পাঠাইবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !!

যে-সকল গ্রাহক-গ্রাহিকা আহমদীর ১৯৪১ সনের চাঁদা আদায় করিয়া দিয়াছেন, বা ৩১শে জানুয়ারী মধ্যে আদায় করিয়া দিবেন, তাঁহারা যদি ১৯৪২ সনের চাঁদা আগামী ৩০শে মার্চ মধ্যে আদায় করিয়া দেন তবে তাঁহাদিগকে ১৲ টাকা Concession বা রেয়াইয়ত করা হইবে, অর্থাৎ তাঁহারা তিন টাকার স্থলে দুই টাকা দিয়াই ১৯৪২ সনের জন্য গ্রাহক হইতে পারিবেন। তবে সর্ত্ত এই যে, এই দুই টাকা সম্পূর্ণ আগামী ৩১শে মার্চ মধ্যে আদায় করিয়া দিতে হইবে। আশা করি, সকল গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এই সুযোগ হইতে ফায়দা গ্রহণ করিবেন।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. L. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).